দৈনিক অধিকরণ
সমাজ ও জীবন সচেতন পত্রিকা
প্রতিষ্ঠাতা : মিয়া আব্দুর রশীদ ও শাহিদা রশীদ
প্রতিষ্ঠা ১৯৯১
আজ বৃহস্পতিবার
২১ নভেম্বর ২০২৪
০৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ১৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬
১২ পৃষ্ঠা ১০ টাকা
রেজিঃ নং ডিএ ৬০১১, ঢাকা বর্ষ ০৫ সংখ্যা ৩৪৩
Dainik Adhikaran
www.adhikaran.com

বিশেষ সাক্ষাৎকার: ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টসের সিইও মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বর্তমান সরকারের ভূমিকা দেশের হোটেল শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিতে পারে

অমিত কুমার দেব

বাংলাদেশের হোটেল শিল্পে ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস পিএলসি একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। এটি বাংলাদেশের হোটেল ও রিসোর্ট শিল্পে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে, যার সিইও মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং অপ্রতিরোধ্য ব্যবসায়িক দক্ষতার জন্য পরিচিত। তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র দেশে নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে। আজকের এই সাক্ষাৎকারে আমরা তাঁর ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, বাংলাদেশের পর্যটন খাতের ভবিষ্যত, রাজনৈতিক সংযোগের ভূমিকা, এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি। সাক্ষাৎকারটি তুলে ধরা হলোঃ

দৈনিক অধিকরণঃ ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস পিএলসি বর্তমানে কী অবস্থানে রয়েছে?

মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেনঃ ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস বাংলাদেশের আতিথেয়তা শিল্পে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমরা শুধুমাত্র বিলাসবহুল হোটেল পরিচালনা করছি না, বরং পর্যটকদের জন্য একটি অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা তৈরি করছি, যা তাদের স্মৃতিতে দীর্ঘকালীন থাকে। দ্য ওয়েস্টিন ঢাকা, শেরাটন ঢাকা এবং হাসনা প্রিমিয়াম রেসিডেন্স আমাদের সর্বাধিক পরিচিত ব্র্যান্ড। বর্তমানে আমরা একাধিক দেশের পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে আন্তর্জাতিক মানের হোটেল ও রিসোর্ট নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছি। কক্সবাজার, বান্দরবান এবং সিলেটের মতো পর্যটনকেন্দ্রে আমাদের উপস্থিতি বাড়ানোর লক্ষ্য রয়েছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের পর্যটন খাতকে আন্তর্জাতিকভাবে আরও

শক্তিশালী করতে আমরা সক্রিয়ভাবে কাজ করব। **দৈনিক অধিকরণঃ** আপনাদের প্রধান লক্ষ্য কী ?

মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেনঃ আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো আমাদের হোটেল ও রিসোর্টগুলোতে প্রযুক্তির ব্যবহার আরও বাড়ানো। আমরা সাসটেইনেবল ট্যুরিজমের দিকে গুরুত্ব দিচ্ছি। যেমন, সৌরশক্তি এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির মাধ্যমে সেবা প্রদান। এছাড়া, কক্সবাজার, বান্দরবান এবং সুন্দরবনের মতো আরও কয়েকটি পর্যটন কেন্দ্রের হোটেল উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

দৈনিক অধিকরণঃ আপনি কিভাবে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সমন্বয় করেন?

মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেনঃ বাংলাদেশে ব্যবসা করতে হলে সরকারের সঙ্গে একটি সুসম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও, ব্যবসায়িক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সরকারের নীতিকে অনুসরন করি। সরকারের পর্যটন খাতের উন্নয়নের জন্য নীতিগত পদক্ষেপগুলো আমাদের ব্যবসার জন্য খুবই সহায়ক। উদাহরণস্বরূপ, পর্যটন খাতে করছাড়, বিদেশী বিনিয়োগের জন্য প্রণোদনা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন আমাদের উন্নতির মূল কারক। তাছাড়া, আমরা সরকারি এবং বেসরকারি সেক্টরের মধ্যে সহযোগিতা নিয়ে দেশের পর্যটন খাতে বড় পরিবর্তন আনতে চাই। আমি বিশ্বাস করি, ব্যবসার জন্য রাজনীতি এবং সরকারের সহায়তা একে অপরকে সমর্থন করে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বর্তমান সরকারের ভূমিকা দেশের হোটেল শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিতে পারে। **দৈনিক অধিকরণঃ** ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস কীভাবে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করছে? **মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেনঃ** আমাদের প্রতিষ্ঠানে সামাজিক দায়বদ্ধতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

এরপর পৃষ্ঠা ২

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বর্তমান

আমরা শুধু ব্যবসা করেই থেমে নেই, বরং আমাদের কমিউনিটির প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করি। সেজন্য, আমরা স্থানীয় জনগণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করেছি। এর মাধ্যমে তারা আত্মকর্মসংস্থান করতে সক্ষম হচ্ছে।

আমাদের পরিবেশবান্ধব উদ্যোগও রয়েছে, যেমন- হোটেলগুলোতে সোলার প্যানেল ব্যবহারের মাধ্যমে শক্তি সাশ্রয়, প্লাস্টিক বর্জন এবং ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ। এগুলো শুধু আমাদের হোটেলেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আমাদের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণেও এগুলোর গুরুত্ব তুলে ধরা হচ্ছে।

দৈনিক অধিকরণঃ পরিবেশ রক্ষা এবং সামাজিক উন্নয়নে আপনার প্রতিষ্ঠান কী ধরনের উদাহরণ সৃষ্টি করেছে?

মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেনঃ আমরা হোটেলগুলোতে শক্তি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহার করছি, যেমন ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলোতে অটোমেটিক সিস্টেম যা ব্যবহারের পর বন্ধ হয়ে যায়। আমরা প্রতিদিন হাজার হাজার পানির বোতল ব্যবহার কমিয়ে আনার জন্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য বোতলের ব্যবহারে উৎসাহিত করছি। এসব পদক্ষেপই আমাদের প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশ বান্ধব এবং সামাজিক দায়বদ্ধতাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।

দৈনিক অধিকরণঃ আপনি কিভাবে বাংলাদেশকে বৈশ্বিক পর্যটন মানচিত্রে আরও উন্নীত করবেন?

মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেনঃ বাংলাদেশে পর্যটনের জন্য যে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে, তা বিদেশি পর্যটকদের কাছে তুলে ধরা জরুরি। দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐতিহাসিক স্থান এবং সংস্কৃতি বিদেশী পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আমরা বিশ্বের নানা প্রান্তে প্রচার চালাচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন গন্তব্য তৈরি করা, যেখানে বিদেশি পর্যটকরা কেবল দেশের সৌন্দর্যই উপভোগ করবেন না, বরং স্থানীয় সংস্কৃতি এবং খাবারের মজা নেবেন।

দৈনিক অধিকরণঃ বাংলাদেশে পর্যটন খাতের ভবিষ্যৎ কিভাবে দেখতে পান?

মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেনঃ আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশে পর্যটন খাত আগামী ১০ বছরে ব্যাপক উন্নতি করবে। আমাদের সরকারের বর্তমান পদক্ষেপগুলো এবং বৈশ্বিক ট্রেন্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করলে এই খাত আরও দ্রুত উন্নতি করবে। বিশেষ করে, সরকার যদি পর্যটন খাতে আরও অধিক সহায়তা এবং সঠিক নীতিমালা নিয়ে কাজ করে, তবে পর্যটন থেকে আয় বাড়ানোর প্রচুর সুযোগ রয়েছে।

দৈনিক অধিকরণঃ আপনাদের সাম্প্রতিক অর্জনগুলো কী কী?

মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেনঃ আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় অর্জন হলো আমরা সাউথ এশিয়া ট্যুরিজম অ্যাওয়ার্ড ২০২৪ পেয়েছি। এছাড়া, আমাদের হোটেলগুলো আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদানের জন্য অনেক পুরস্কৃত হয়েছে। এর পাশাপাশি, আমরা বিভিন্ন দেশে আমাদের ব্যবসার প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার পথমেলায় কাজ করছি।

মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেনের নেতৃত্বে ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস পিএলসি বাংলাদেশের পর্যটন খাতে একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তাঁর ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রভাব এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করার মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের হোটেল শিল্পের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ভবিষ্যতে তার পরিকল্পনা শুধু ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টসের জন্য নয়, বাংলাদেশের পর্যটন খাতের জন্য একটি বড় পরিবর্তন নিয়ে আসবে বলে সংশ্লিষ্টদের ধারনা।

দৈনিক অধিকরণ